bdnews24.com
Bangladesh's First Internet Newspaper

০৯ অক্টোবর, ২০১৮

# ভরসা জাগাচ্ছেন 'মিডওয়াইফ আপা'

ওবায়দুর মাসুম

**কুতুপালংয়ের মধুছড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মাজুমা খাতুন ২২ বছর বয়সেই দ্বিতীয় সন্তানের মা হতে চলেছেন। শরণার্থী জীবনের শত অনিশ্চয়তার মধ্যেও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল মিডওয়াইফের সহযোগিতায় তিনি ভরসা পাচ্ছেন, নিরাপদেই ভূমিষ্ঠ হবে তার অনাগত সন্তান।**

মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নির্যাতনের মুখে অন্য সবার সঙ্গে প্রায় আশি হাজার গর্ভবতী নারী পালিয়ে এসে কক্সবাজারের বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের জন্য নিরাপদ প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করা ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

এই রোহিঙ্গা নারীদের প্রসবকালীন সেবা দিতে গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে কাজ শুরু করেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গ্র্যাজুয়েট মিডওয়াইফ।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, প্রথম পর্যায়ে তাদের ৭৬ জন মিডওয়াইফ কক্সবাজার এবং টেকনাফের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে কাজ করেন। সে সময় তাদের হাতে প্রায় দুই হাজার শিশুর নিরাপদ প্রসব হয়।

আর এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে নতুন ১৪৮ জন মিডওয়াইফ রোহিঙ্গা শিবিরে কাজ শুরু করার পর তাদের হাতে প্রায় তিন হাজার ২০০ শিশুর স্বাভাবিক প্রসব হয়েছে বলে ক্যাম্পে দায়িত্বরত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন ।
ব্র্যাকের স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছাড়াও বিভিন্ন সংস্থার হয়ে কাজ করছেন এই মিডওয়াইফরা। গর্ভবতী মায়ের পাশাপাশি নবজাতক এবং শিশুদেরও তারা স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

মধুছড়া শরণার্থী শিবিরের মাজুমা খাতুন জানান, তিনি অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর থেকেই একজন মিডওয়াইফ নিয়মিত তার খোঁজ খবর নিচ্ছেন। প্রয়োজনীয় পরামর্শ, গর্ভকালীন সেবা- সবই পাচ্ছেন তার কাছ থেকে।

শুরুর দিকে চিকিৎসাকেন্দ্রে যেতে অস্বস্তি কাজ করলেও এখন তা কেটে গেছে বলে জানান এই রোহিঙ্গা নারী।

“এখানকার সবাই খুব আন্তরিক। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছি। তাদের পরামর্শ মত চলছি। হামিলদের (গর্ভবতী নারীকে রোহিঙ্গা ভাষায় হামিল বলে) যে কোনো সমস্যা হলে মিডওয়াইফ আপারা সমাধান করে দিচ্ছেন। উনারা থাকলে বাচ্চা হওয়ার সময় কোনো সমস্যা হবে না।”

মাজুমার ভাইয়ের স্ত্রী হাসিনা মিয়ানমার ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন গর্ভবতী অবস্থায়। ক্যাম্পে আসার পর তার দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়। সেই ছেলের বয়স এখন ছয় মাস।
হাসিনা বলেন, ক্যাম্পের চিকিৎসাকেন্দ্রে মিডওয়াইফদের সহযোগিতা পাওয়ায় প্রসবের সময় কোনো সমস্যা হয়নি।

“বাচ্চা হওয়ার আগে নিয়মিত তাদের কাছে গেছি। মিডওয়াইফ আপারা খুব সাহায্য করেছেন। বাচ্চা হওয়ার সময়ও তারা পাশে ছিলেন।”

লাম্বাশিয়া বাজার শরণার্থী শিবিরের ব্র্যাক ভিলেজে হেলথ কেয়ার সেন্টারে আরও অনেক রোহিঙ্গা মায়ের দেখা মিলল। তারা নিজের এবং শিশু সন্তানের চিকিৎসার জন্য মিডওয়াইফদের শরণাপন্ন হয়েছেন।

সেখানে চিকিৎসা নিতে আসা সাজিদা নামে একজন বললেন, ক্যাম্পের জীবনে অনেক কষ্ট, কিন্তু এখানে যে চিকিৎসা সেবা তারা পাচ্ছেন, তা মিয়ানমারে মিলতো না।
“ওখানে টাকা দিয়ে চিকিৎসা নিতে চাইলেও আমরা মুসলমান বলে মগ ডাক্তাররা দূর দূর করত, চিকিৎসা দিতে চাইত না। আর এখানে মিডওয়াইফরা ঘরে এসেও দেখে যায়, টাকা-পয়সা লাগে না।”

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডওয়াইফ গ্র্যাজুয়েট সীমা রায় বলেন, নানা সীমাবদ্ধতা থাকলেও আন্তরিকতা আর পরিশ্রম দিয়ে দুর্দশায় থাকা এই রোহিঙ্গা নারীদের মন জয় করা সম্ভব হয়েছে তাদের পক্ষে।

আগে রোহিঙ্গা নারীরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসতে চাইতেন না। নিয়মিত কাউন্সেলিং করায় এখন সেই পরিস্থিতি পাল্টেছে বলে জানান তিনি।

“প্রথমে তারা বিষয়গুলো কিছুই বুঝত না। আমাদের সঙ্গে তাদের আচরণও সেরকম ভালো ছিল না। কিন্তু যখন আমরা তাদের বোঝাই যে তারা কী কী সেবা পাবে, এই সেবাটা দরকার, তারপর তারা যখন সেবা নিতে এসে দেখে যে আমরা তাদের প্রাইভেসি মেনটেইন করে সেবা দিচ্ছি, ধীরে ধীরে তারা আস্থা পেয়েছে। এখন তো তারা আমাদের ওপর খুবই ডিপেন্ডেন্ট।”

রোহিঙ্গা নারীদের এই আস্থাকে নিজেদের সাফল্য হিসেবে দেখছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপিং মিডওয়াইভস প্রজেক্টের স্ট্র্যাটেজি অ্যাডভাইজার ডা. শারমিনা রহমান।
বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে তিনি বলেন, “আমাদের মেয়েরা যে শুধু মানবতার সেবা করছে তাই নয়, পাশাপাশি তারা মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে মায়েদের আস্থা অর্জন করেছে। আগে রোহিঙ্গা মায়েরা সেবা নিতে

আসতে চাইত না। কিন্তু এখন তারা আসছে, আমাদের কেন্দ্রগুলোয় ডেলিভারির সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। আস্থার জায়গাটা তৈরি হওয়ায় এটা সম্ভব হয়েছে।"

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মিডওয়াইফারি একটি নতুন পেশা হওয়ায় এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে 'ভুল ধারণা' রয়েছে বলে মনে করেন এই চিকিৎসক।

তিনি বলেন, "অনেকে মিডওয়াইফ আর ধাত্রী এক করে ফেলেন। কিন্তু একজন মিডওয়াইফকে পাঠক্রম অনুসরণ করে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যে কারণে মিডওয়াইফরা পড়ালেখা শেষ করে একজন পেশাদার স্বাস্থ্যকর্মী হয়ে ওঠে। আমরা মিডওয়াইফারিকে একটা স্বতন্ত্র পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছি।"

কুতুপালং ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নারীদের স্বাস্থ্য সেবা দিচ্ছে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা। সেখানেও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট মিডওয়াইফরা রোহিঙ্গা মায়েদের সেবা দিচ্ছেন।

আইওএমে কর্মরত নাজিয়া আক্তার জানান, তাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতিদিন ত্রিশ থেকে চল্লিশজন গর্ভবতী মা সেবা নিতে আসেন।

"একজন মা যখন আমাদের কাছে আসেন, তখন ডেলিভারিপূর্ব সেবাটা আমরা দেই। এছাড়া তাদের কাউন্সেলিং করি। ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পর তারা যেন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি নেয় সে বিষয়ে আমরা তাদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করি। আর পরে যদি আবার সন্তান নিতেও চায়, তাহলে যেন তা অন্তত দুই বছর পরে হয় সেটা বোঝানোর চেষ্টা করি।"
আইওএমের ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার ডা. মহিউদ্দিন এইচ খান বলেন, রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোয় মিডওয়াইফদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তৈরি হয়েছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় মিডওয়াইফের সংখ্যা এখনও অনেক কম।

"কমিউনিটি ক্লিনিক এবং থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে প্রসূতি মায়েরা আমাদের সেবা নিচ্ছেন। গর্ভধারণ একটা স্বাভাবিক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ক্যাম্পে যে মায়েরা আছেন তাদের এবং তাদের নবজাতকদের স্বাস্থ্য সেবা দেওয়ার জন্যও মিডওয়াইফ লাগবে। ফলে মিডওয়াইফের একটা চাহিদা তৈরি হয়েই আছে। কিন্তু মিডওয়াইফের সংখ্যা অপ্রতুল।"

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১২ সালে চালু হওয়া 'ডেভেলপিং মিডওয়াইভস প্রজেক্ট' এর আওতায় জেমস পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথের অধীনে যুক্তরাজ্য সরকারের অনুদানে ৩ বছরের মিডওয়াইফারি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করে।

ওই প্রকল্পের প্রথম ধাপ শেষ হওয়ার পর ২০১৬ সালে দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয়েছে। এটি চলবে ২০২১ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে দেশের ছয়টি বিভাগে সাতটি অ্যাকাডেমিক সাইটের মাধ্যমে মিডওয়াইফারি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এসব সাইট স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন, বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল, বিএনএমসি এবং ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অফ মিডওয়াইভস- এর স্বীকৃতি পেয়েছে।